

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে ১০ হাজারের বেশি মামলা

মুন্সিফ আদালত

মামলা জালে জড়িয়ে নাজানাবুদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও এর শিক্ষক-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্টদের করা ১০ হাজারেরও বেশি মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করছে এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩টি মামলা দায়ের হচ্ছে। এসব মামলার বেশিরভাগের আসামিই শিক্ষা সচিব। এ ছাড়া অসংখ্য সংস্থার প্রধানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও আসামি হচ্ছেন। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, মামলার বাদীদের নানা অন্যান্য-অনিয়মের ত্রুটি বন্ধ করতে গিয়েই বেশিরভাগ মামলা যেতে হয়েছে। অবশ্য দু-একটি ক্ষেত্রে কোনো কোনো বাদীকে সরকারি ভুল সিদ্ধান্তের ভুলভঙ্গী ও সফটওয়্যার হিসেবেও পাওয়া গেছে।

অনুসন্ধান দেখা গেছে, এসব মামলা মোকাবেলা করতে সরকারকে অথথাই লাখ লাখ টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে। এর বাইরে মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে জনগণ সুশাসন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে শিক্ষাবিভাগ। মন্ত্রণালয় এবং অসংখ্য সংস্থার দৈনন্দিন কার্যক্রম গতি কমেছে। সবচেয়ে

মজার বিষয় হচ্ছে, এসব মামলা মোকাবেলায় সরকারি নির্দিষ্ট বিভাগ ও কর্মকর্তা থাকলেও বেশিরভাগ মামলার রায়ই বিপক্ষে যাচ্ছে। ফলে একদিকে মামলা চালানোর অর্থ যেমন গচ্ছা যাচ্ছে, আরেকদিকে আর্থিক বিষয়ের মামলার ধরে

**বারটিতে হেরেই গচ্ছা
দিতে হচ্ছে ৩০ কোটি
টাকারও বেশি**

আজগেদেনামাশিশব্দ মূল অর্থও পরিণোথ করতে হচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, নানা অন্যান্য-অনিয়ম বন্ধ করতে গিয়েই তাদের বেশিরভাগ মামলার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বর্তমানে শুধু মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধেই সাত্বে ৮ হাজার মামলার পাহাড় গড়ে উঠেছে। ১৫ এপ্রিল মন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে তিনি জানান, তাদের বিরুদ্ধে ফেসব মামলা রয়েছে

তার বেশিরভাগই মূলত আইনের অজ্ঞাবে উৎপত্তি লাভ করেছে। সর্বশেষ সূত্রগুলো জানায়, আদালতে সরকার পক্ষের কৌশলিরা যথার্থ ভূমিকা না রাখার কারণে সরকারকে মামলার হারতে হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এমপিও সংক্রান্ত ১২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ১১সব কটিতেই সরকার হেরেছে। আবার ২০১২ সালের আগস্ট মাসের এক হিসাবে দেখা গেছে, ওই মাসে দেওয়ানিশব্দ ৭৬টি মামলা হয়েছে মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বড় সংস্থা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) বিরুদ্ধে। একই মাসে উচ্চ আদালতে রিট হয়েছে ২০টি। এর মধ্যে আটটিতে মাউশি আপিল করেছে। ওই মাসে মোট তিনটি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। তিনটিতেই মাউশি হেরেছে। ২০১২ সালের আগস্ট পর্যন্ত মাউশির বিরুদ্ধে আদালতে অবমাননার মামলা রয়েছে ২৫টি। আর ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আদালতে অবমাননার মামলা হয়েছে ৬৮টি। মন্ত্রণালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, যেহেতু মন্ত্রণালয়ের মামলার জয় লাভের রেকর্ড খুব কমই রয়েছে, তাই ভবিষ্যতে আর কোনো মামলায় যাতে হেরে যেতে না

মামলা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

মামলা : ১০ হাজারের বেশি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়, সে মামলা সরকার নতুন করে কোমর বেঁধে নামবে। এজন্য প্রথমত মামলাগুলো মোকাবেলায় জন্য এ খাতে ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এছাড়া মামলাগুলো তদারকির জন্য প্রবেশ একজন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হবে। এর বাইরে মামলা দক্ষ ও শক্তভাবে লড়াইয়ের জন্য প্যানেল আইনজীবীও নিয়োগ করা হবে। শিক্ষাসচিব ড. মোহাম্মদ সাদিক মামলা মোকাবেলায় মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত পদক্ষেপ নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে থাকা অধিকাংশ মামলার সরকারের বিপক্ষে চলে যায়। এতে শেষ পর্যন্ত সরকারকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি ওনতে হয়। যে কারণে সামান্য অর্থ ব্যয় করে বড় আর্থিক ক্ষতি যদি রোধ করা যায়, তা হলে সার্থিকভাবে তা সরকারের জন্য ভালো।

কত মামলা বর্তমানে : এক হিসাবে দেখা গেছে, বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে অসুত ১০ হাজারেরও বেশি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে মাত্র দেড় হাজারের মতো। আর বেশিরভাগ মামলা মন্ত্রণালয়ের অন্য প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে আসামি হয়েছে মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা সচিব। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে আদালতে অবমাননার মামলা রয়েছে ৬৮টি। এসব মামলার বেশিরভাগই অধীনস্থ সংস্থাগুলোর। বিভিন্ন অসংস্থার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয়েছে মাউশির বিরুদ্ধে।

এ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৩০ মার্চ পর্যন্ত মামলা হয়েছে ৭ হাজার ২২টি। এর মধ্যে দেওয়ানি মামলায়ই বেশি। এর বাইরে রিট পিটিশন মামলাও থাকে। মার্চ মাসে এ

প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা হয় ২১টি আর রিট মামলা হয় ১১টি। এ প্রতিষ্ঠানের এক হিসাবে দেখা গেছে, ২০১২ সালের আগস্ট পর্যন্ত মোট মামলা ছিল ৫ হাজার ৪৪০টি। এ বছরের মার্চ পর্যন্ত মামলার সংখ্যা ৭ হাজার ২২টিতে পৌঁছে। আর প্রতি মাসে গড়ে মামলা বেড়েছে প্রায় ৮৪টি। সে হিসাবে প্রতিদিন গড়ে ৩টি মামলার শিকার হচ্ছে তারা। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) বিরুদ্ধেও বর্তমানে পতাধিক মামলা রয়েছে।

কোন ধরনের মামলা : মন্ত্রণালয়ের আইন শাখা থেকে জানা গেছে, নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় নিয়েই বেশি মামলা হয়ে থাকে। সব চেয়ে বেশি মামলা হয় শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওসূত্র সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি, শিক্ষকদের সাময়িক বরখাস্ত আদেশ, পদোন্নতি, জ্যেষ্ঠতা সংঘন ইত্যাদি বিষয়েও মামলা হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের হাতে শিক্ষার্থী ও মাস্ট্রী সহকর্মীত যৌন হয়রানি সংক্রান্ত ঘটনাতেও মামলা হচ্ছে। সাধারণত এসব মামলায় সরকারকে বিবাদী করা হয় না।

মাউশির এক কর্মকর্তা জানান, অবৈধ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে গেলেই তারা আদালতে মামলা ঠুকে দিচ্ছেন। এতে ফুলে যাচ্ছে ব্যবস্থা নেয়ার প্রক্রিয়া। আবার সরকারকে অবৈধভাবে নিয়োগ পাওয়া ওইসব শিক্ষক-কর্মচারীর কেতনও ওনতে হচ্ছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়ার কারণে প্রতি মাসে সরকারকে ওনতে হচ্ছে অসুত ১০০ কোটি টাকার বেশি। আবার অবৈধভাবে এমপিও নিয়েছে এমন অর্ধেক পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকারও বেশি।